[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

করোনাকালীন সময়ে কর্মহীন মানুষের কষ্ট লাঘবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের কর্মহীন দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্র এবং ভাসমান মানুষের মাঝে ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে প্রতিটি জেলায় তার ন্যায় চুয়াডাঙ্গা তে আজ দুস্থ শিল্পীদের মাঝে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে চারটার সময় অসহায় নরসুন্দর এবং দুস্থ শিল্পীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।
এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী প্রতিটি দুস্থ অস্বচ্ছল পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে।

তিনি আরো বলেন, সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে সকল দুস্থ অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারকে দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী হিসেবে চাল-১০ কেজি, ডাল (মসুর)-১ কেজি, আলু-২ কেজি, পেঁয়াজ-১ কেজি, সয়াবিন তেল-১ লিটার এবং পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর কে সামনে রেখে চিনি -১ কেজি ও ১ প্যাকেট সেমাই এর একটি পুর্নাঙ্গ প্যাকেজ প্রদান করা হয়।

আজ ১৩০ জন নরসুন্দর এবং দুঃস্থ শিল্পীর মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উপহার সামগ্রী বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভীন, এনডিসি আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ।

[redacted]

[redacted]

ছাত্রলীগ মনিরুজ্জামান শুভ, আকিব জাভেদ, সুমন, হাসান, রাইসুল, অংকন, চন্দন, বিপ্লব, মামুন সহ চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগ ও কলেজ ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মীরা।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের ইফতার বিতরণ অব্যাহত

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগ রমজানের ১৭তম দিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি প্রিয় আল নাহিয়ান খান জয়ের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ শহরে প্রতিদিনের ন্যায় জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সুরুজ আলী’র ইফতার বিতরণ করেন, গরীব অসহায় রোজাদার মানুষের মাঝে।

দেশে চলছে করোনা কালীন লকডাউন, তার মধ্যে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি র্কোড, পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর থানা, পায়রা চত্তরসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অসহায়, দিনমজুর, কর্মহীন মানুষের মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ আলী বিশ্বাস ইফতার বিতরণ ও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতনা করেন।

এছাড়াও তার এই মানবিকতা দেখে খুশি হন গরীব, অসহায়, দিনমজুর ও কর্মহীন রোজাদার ব্যক্তিরা, তার জন্যে সাফল্য কামনা করেন।

ঝিনাইদহে পবিত্র মাহে রমজান

উপলক্ষে প্রতিনিয়ত চলছে বাজার মনিটরিং

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের দিক-নির্দেশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অর্পিত ক্ষমতাবলে ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয় হতে ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন স্থানে বাজার মনিটরিংয়ের কাজ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গত কয়েকদিন তরমুজ নিয়ে সিন্ডিকেট গড়ে তোলার বিষয়টি আমলে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে তরমুজের আড়তে গিয়ে ক্রয়মূল্য ও পাইকারি মূল্য যাচাই করা হয়।

পরবর্তীতে শহরের বিভিন্ন স্থানে তরমুজের খুচরামূল্য যাচাই করা হয়। গত ক’দিনের চেয়ে এখন কিছুটা কমমূল্যে তরমুজ বিক্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি এক লিটারের সয়াবিন তেলের বোতল সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে বিক্রী করার অপরাধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শহরে টিসিবির বিক্রয় কার্যক্রম যথাযথ নিয়মে হচ্ছে কি না তদারকি করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে করণীয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরকার নির্ধারিত মূল্য সম্পর্কে প্রচার করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান এর নির্দেশনায় পরিচালিত বাজার মনিটরিং এ সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছেন ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের টিম।
জনস্বার্থে এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানা গেছে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে যুবকদের

উদ্যেগে মসজিদে টুপি বিতরণ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের একঝাক তরুণদের উদ্যোগে মসজিদে টুপি বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বাদ আসর টুপি বিতরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এসময় টুপি বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গাড়াবাড়ীয়া দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাঃ মো: মাহমুদুল হাসান সাহেব ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান, মোফাজ্জেত আলী, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী সাজ্জাদ হোসেন পলাশ, জসীম উদ্দীন শাহীন আলম, খাইরুল ইসলাম, মাঝহারুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

এ সময় ইমাম সাহেব যুবক ভাইদের নামাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কথা বলেন। এবং সমাজ মানুষের উপকারে আসতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে। যুবক বয়সের আমল সবচেয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দামি তাই সকলে আসুন যুবক ভাইয়েরা বেশি নামাজ পড়ি ভালো কাজ করি।

রেজাউর রহমান জানান, সমাজের উন্নয়ন মুলক কাজে সকল যুবকদের আগে থাকতে হবে। যুবকরা যদি সমাজের ভালো কাজে অংশ না নেই সে সমাজ সবচেয়ে পিছিয়ে থাকে। তাই আসুন আমরা ভালো কাজের পাশাপাশি ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি।

এবং বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানায়য় ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাকে এমন সকল যুবকদের উদ্যোগ অনুপ্রেরনা যোগানোর জন্য এবং আর্থিক ভাবে, ও বুদ্ধি দিয়ে সবসময় আমাদের পাশে থাকার জন্য।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে

সহযোগিতার হাত বাড়ালেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা

জমিজুড়ে পাকা ধান। উঠবে ফসল। ভরবে গোলা। খুশি আর আনন্দে ভরে উঠবে মন। মেহেরপুর সদর উপজেলাধীন গোভীপুর গ্রামের কৃষক আনারুল ইসলামের দেড় বিঘা জমির ধান কেটে দিয়েছে জেলা যুবলীগ।

শুক্রবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেন এমপির দিক নির্দেশনায় কৃষকের ধান কেটে দিলেন জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কৃষকের ধান কাটায় অংশ গ্রহন করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিক কামাল পলাশ, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম আনু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক তহিদুল ইসলামসহ নেতার্কমীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এসময় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি। চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দিক নির্দেশনায় মেহেরপুর যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা কৃষকের পাশে থেকে পাকা ধান ঘরে তুলতে সাহায্য করে চলেছে।

লকডাউনে মৌসুমের পাকা ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেশের অনেক স্থানের কৃষকরা আর্থিক ও শ্রমিক সংকটে মধ্যে পড়েন। অন্যান্য বছরে ধান কাটা মৌসুমের শুরুতে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা আসলেও গত দুই বছর করোনার কারণে আসতে পারছে না। ফলে পাকা ধান ঘরে তুলতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে চাষিরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় মডেল থানা পুলিশের মাস্ক বিতরণ

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাস্ক বিতরণ দামুড়হুদার উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনামূলক প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিভিন্ন স্থানে পথচারী, ও স্থানীয়দের মাঝে করোনা প্রতিরোধে মাস্ক বিতরণ ও সচেতনামূলক মূলক প্রচারণা চালায়।

অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক বলেন, অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। মুখে মাস্ক না ব্যবহার করার কারনে ১১ জনকে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে ১ ঘন্টা আটক করে রাখা হয়। পরে তাদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করাসহ সচেতনামূলক প্রচারণা দেয়ার পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।
কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির এসআই আতিকুর রহমান জুয়েল বলেন, কার্পাসডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় ঘরের বাহিরে বের হলে মাস্ক বাধ্যতামূলক পরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে দিনরাত কাজ করছে পুলিশ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ওসি অপারেশন মোঃ সামছুজ্জোহা, এস আই বাকী বিল্লাহ, এস আই আতিকুর রহমান জুয়েল, এস আই তৌহিদুর রহমান, এএসআই বিল্লাল হোসেন, এএসআই জাহিদুল প্রমুখ।

মেহেরপুরে ময়ামারিতে পুকুর সংস্কারের নামে মাটি বিক্রি

সিরাজুদ্দোজা পাভেল

মেহেরপুর সদর উপজেলার ময়ামারি গ্রামে পুকুর সংস্কারের নামে চলছে দেদারছে মাটি বিক্রির কর্মযজ্ঞ। বহনকৃত মাটি রাস্তায় পড়ে পাকা রাস্তাটি কাঁচা রাস্তায় পরিণত হবার উপক্রম দেখা গেছে। তেমনি দিনভর যন্ত্রদানব ট্রাক্টর চলাচলের কারণে ধুলো-বালিতে দূষিত হচ্ছে এলাকার পরিবেশ। গ্রামটি যেন ধুলোর নগরীতে পরিণত হয়েছে।

প্রশাসনের নজর এড়িয়ে মাটি ও বালুমহাল ব্যবস্থাপনা আইনকে উপেক্ষা করে এলাকায় নির্বিঘ্নে পুরাতন পুকুর সংষ্কারের নামে অবাধে মাটি বিক্রি হচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন ইটভাটায়।এ আইন অমান্য করলে জরিমানা অথবা জেল এমনকি উভয়দণ্ডেরও বিধান রয়েছে।
স্থানীয় ইসলাম নামের এক ব্যক্তি তার প্রায় দশ বিঘা জমির একটি পুকুর সংস্কারের নামে একই এলাকার এমএম ইট ভাটায় মাটি বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাটিবাহী বেপরোয়া ট্রাক্টর চলাচলের কারণে চরম ঝুকি নিয়ে চলাচল করছে যানবাহন সহ পথচারীরা। রাস্তাটি চেনার উপায় নেই এটি পাকা না কাঁচা। এলাকায় যেন পুকুর সংস্কারের ধুম পড়েছে আর অধিকাংশ পুকুর সংস্কারের মাটি যাচ্ছে এমএম ভাটাসহ বিভিন্ন ভাটায়।

এলাকাবাসী ও পথচারীদের অভিযোগ, ভাটাটির কারণে রাস্তায় চলাচল একেবারে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গ্রামের ভিতর দিয়ে সারাদিন ট্রাক্টও চলাচল করে। যেমন ট্রাক্টরের শব্দ তেমনি ধুলোবালি উড়ে। রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি গাছপালায় ধুলোর স্তুপ পড়ে গেছে। মাটি বহনের কারণে এলাকার হেরিং রাস্তার ইটগুলো ভেঙ্গে ধুলোই পরিণত হয়েছে। দেখার কেউ নেই।

তাছাড়া প্রথমদিকে স্বল্প পরিসরে ভাটাটি চালু করলেও দিন দিন ভাটা প্রসারিত করার কারণে কমতে শুরু করেছে এলাকার আবাদী জমি। কিছুদিন আগেও ভাটার আশেপাশের সমস্ত জমি এলাকার মানুষ আবাদ করতো কিন্তু এখন সবই ভাটার দখলে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন বলেন, এই ভাটার কারণে দিন দিন এলাকার অনেক আবাদী জমি বিসর্জন দিতে হয়েছে এলাকার কৃষকদের। আমিও

এখানে একজনের দেড় বিঘা জমি লীজ নিয়ে আবাদ করতাম কিন্তু এবছর জমিটি হারাতে হলো শুধুমাত্র ভাটার কারণে।
জমি জোর করে অথবা প্রভাব খাটিয়ে নেয় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্থানীয় মেম্বার প্রভাব তো আছেই। তবে কৌশল খাটিয়ে ভাটার আশেপাশের সমস্ত জমি এখন তার দখলে। জমি দিতে না চাইলে তারা কৌশল বা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে পাশের জমি নিয়ে নেয়। তারপর চারিদিকে মাটির পাহাড় তৈরী করে। শুরু হয় জমির উপর অত্যাচার ফলে বাধ্য হয়ে জমি দিয়ে দিতে হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মিয়ারুল ইসলাম এই ভাটার মালিক সাথে তার পার্টনারও আছে। প্রথমদিকে স্বল্প পরিসরে ভাটা চালু করলেও পার্টনারের সহযোগীতায় দিনদিন বাড়ছে ভাটার পরিধি যার কারণে আশেপাশের আবাদি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে ভাটার কাজে। ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে দিয়ে দিতে হচ্ছে জমি।

এবিষয়ে জানতে ইউপি সদস্য মিয়ারুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পুকুরের মাটি সরাসরি আমি কিনছি না। পার্শবর্তী কোলা গ্রামের মিজা নামের এক ব্যক্তি মাটি কিনে বিক্রি করছে। আমি মিজার কাছ থেকে কিছু মাটি কিনে নিয়েছি।
মাটি বিক্রেতা মিজার সাথে যোগাযোগ করলে মিজা জানান, এসব মাটি বিক্রির তো অনুমতি কাউকে দেয় না। এখানকার মাটি বিক্রির কোন অনুমতি নেই বলে জানান তিনি।

এবিষয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, বিষয়টি জানা ছিলনা। যেহেতু এটি জনগুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা । এ ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।